সমকাল

তারিখ ... 15 JUL 2017 ...
পৃষ্ঠা ... ৮ ... কলাম ... ১ ...

কৃষি শিক্ষা ও গবেষণায় শেকৃবি

তাজুল ইসলাম চৌধুরী তুহিন

কৃষিপ্রধান আমাদের এ দেশ। সুজলা সুফলা শস্য শ্যামলা আমাদের প্রিয় মাতৃভূমি। পুকুর ভরা মাছ, গোয়াল ভরা গরু, আর গোলা ভরা ধান এখন স্বপ্নের কৃষি মনে হলেও আজও আমরা টিকে আছি শুধু কৃষির কারণেই। নতুন নতুন জাত ও প্রযুক্তি আবিষ্কারের মাধ্যমে এখন মাটি ছাড়াই সবজি ও ফসল চাষে আমরা সফলতা অর্জন করেছি। একইভাবে কৃষিবিদদের নিরন্তর গবেষণায় দেশের দক্ষিণাঞ্চলের লবণাক্ত জমিতে লবণসহিষ্ণু জাত আবিষ্কার আমাদের প্রান্তিক কৃষকের ভাগ্যোন্নয়নে রাখছে বিশাল ভূমিকা। আর এসব দক্ষ কৃষিবিদ গড়ার কাজে নিয়োজিত প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় অন্যতম। আজ প্রতিষ্ঠানটি ১৭ বছরে পদার্পণ করছে।

রাজধানীর ছায়া সুনিবিড়-শান্তির নীড়, সবুজ শ্যামলের গ্রাম খ্যাত শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়। শেরেবাংলা নগরের প্রায় ৮৭ একর জমির ওপর এর অবস্থান। ইতিহাস অনেক পুরনো হলেও ২০০১ সালের এদিনে (১৫ জুলাই) তৎকালীন ও বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছিলেন। কৃষি গবেষণাকে দ্রুতগতিতে এগিয়ে নেওয়ার জন্যই রাজধানীর বুকে প্রতিষ্ঠানটির জন্ম হয়েছিল।

ইতিপূর্বে প্রায় ২৫০ একর জায়গা নিয়ে ফার্মগেট থেকে খামারবাড়ি, সংসদ ভবন এলাকা, মানিক মিয়া এভিনিউ, বাণিজ্য মেলার মাঠসহ বর্তমান শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা নিয়েই ১৯৩৮ সালে উপমহাদেশের কৃষির সূতিকাগার হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল দি বেঙ্গল এগ্রিকালচারাল ইনস্টিটিউট। পূর্ব বাংলার কৃষক দরদি নেতা ও অবিভক্ত বাংলার মুখ্যমন্ত্রী শেরেবাংলা একে ফজলুল হকের হাত ধরেই যার ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হয়েছিল।

উল্লেখ্য, স্বাধীনতার সময় দেশে জনসংখ্যা ছিল ৭ কোটি, আর বর্তমান জনসংখ্যা প্রায় ১৭ কোটি। দ্বিগুণেরও বেশি জনসংখ্যা বৃদ্ধিতে এবং দেশে এখনও মারাত্মক কোনো খাদ্য সংকট দেখা যায়নি। যদিও এ বছর তার ব্যতিক্রম। একদিকে জনসংখ্যা বৃদ্ধি আর অন্যদিকে কৃষি জমির পরিমাণ কমে যাওয়া– এই বাড়তি চাপ নিয়েই চলছে গবেষণা কার্যক্রম। কৃষিপ্রধান এ দেশকে খাদ্য ঘাটতির দেশ নয় বরং উদ্বৃত্ত খাদ্যের দেশে পরিণত করার লক্ষ্যেই কাজ করছেন শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের দেশ-বিদেশে ছড়িয়ে থাকা গ্র্যাজুয়েটরা। সামাজিক অবস্থানকে দূরে ঠেলে কৃষকের ভাগ্য পরিবর্তনের জন্য কৃষিবিদরা ছুটছেন গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে। আর তাই কৃষক ও এখানকার কৃষিবিদদের অক্লান্ত পরিশ্রমের কারণেই আজ আমরা দানা জাতীয় খাদ্যে অনেকটা স্বয়ংসম্পূর্ণ। বর্তমানে কোনো দুর্যোগকালীন অবস্থা ছাড়া সরকারকে উল্লেখযোগ্য কোনো খাদ্যশস্য আমদানি করতে হয় না। বরং আবহাওয়া অনুকূলে থাকলে এবং কৃষকের প্রয়োজনীয় বীজ ও সার সঠিক সময়ে সরবরাহ করতে পারলে আমরা খাদ্য রফতানিও করতে পারি। তবে সরকারের কৃষি গবেষণা খাতে আরও বেশি উৎসাহ প্রদান এবং সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি– এই খাতটির জন্য আরও বেশি সুফল বয়ে আনতে পারে। আর সেই সঙ্গে আগামী দিনের শিক্ষার্থীরা আরও বেশি আগ্রহী হয়ে উঠবে কৃষি শিক্ষায়।

যদিও আমাদের দেশে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শুধু অর্থের অভাবে উল্লেখযোগ্য গতিতে গবেষণা কাজ এগোয় না। শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ও এর ব্যতিক্রম নয়। যেহেতু রাজধানীর বুকে এ প্রতিষ্ঠানটি মাত্র ৮৭ একর জমির ওপর প্রতিষ্ঠিত, তাই কৃষকের সমস্যা তাৎক্ষণিক সমাধানকল্পে আধুনিক সুযোগ-সুবিধাসম্পন্ন উন্নতমানের একটি বিশেষায়িত ল্যাব কৃষিক্ষেত্রে নতুন ধারা উন্মোচন করবে, যেখানে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা গবেষণায় আরও বেশি সম্পৃক্ত হয়ে দেশের উন্নয়নে ভূমিকা রাখবে।

কৃষিই যেহেতু আমাদের মূল চালিকাশক্তি, তাই কৃষি ও কৃষকের স্বার্থে সরকারের এ বিষয়ের ওপর বিশেষ নজর ও আর্থিক সহযোগিতার প্রয়োজন। কৃষি গবেষণায় ও শিক্ষায় শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় উত্তরোত্তর সাফল্য লাভ করুক। প্রতিষ্ঠানটি সুনামের সঙ্গে দক্ষ কৃষিবিদ গড়ার কাজে আরও বেশি নিয়োজিত থাকুক–এই প্রত্যাশা।

সহকারী অধ্যাপক, শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়; বর্তমানে উচ্চশিক্ষায় জাপানে অধ্যয়নরত
mticsau@yahoo.com